প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৪

প্রকাশক :
শিবনারায়ণ ঘোষ
ও
রমেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঋতুরঙ্গ প্রকাশনী,
এগারো, সেলিমপুর রোড,
ক'লকাতা-একত্রিশ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
শক্তি বেদজ্ঞ

মুদ্রক :
রঞ্জন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
তের, সাউথ কুলিয়া রোড,
ক'লকাতা-দশ

ব্লক :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং

বাঁধাই :
ডেইজী এণ্ড কোং
পালের বাজার,
ক'লকাতা-বত্রিশ

কৃতজ্ঞতা :—

শ্রীপ্রভাকর চক্রবর্তী
শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসীতেশ রায়
শ্রীতুষার সেন
শ্রীদীনেন্দ্র সরকার
শ্রীঅধীর মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅর্ণব সেন
শ্রীদীপেন ভট্টাচার্য্য
শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী
শ্রীমিহির কান্তি চৌধুরী
শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী
শ্রীভূপতি পাল
শ্রীকার্তিক ঘোষ
শ্রীপ্রতীপ মজুমদার
মাঃ অনির্বান ঘোষ
মাঃ বাপী দত্ত
শ্রীউষা দত্ত
শ্রীমানসী মিত্র
শ্রীআরতি ঘোষ
শ্রীলিলি মল্লিক
শ্রীনন্দিতা গুহ
শ্রীমঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ ঃ—

বাবা ও মাকে-

'আমার প্রায়শঃই মনে হয় এ সংসারে আমি প্রক্ষিপ্ত।—আমি শঙ্কর-দর্শন পড়িনি।—কোনো দর্শনই নয়। অথচ আমার মনে হয় ঘুমন্ত অবস্থায় এক স্বপ্ন দেখছি।····যে কোনো মুহূর্তে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যেতে পারে। ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। আর, তা'হলেই আমি ফিরে যেতে পারি বাস্তবে। আমার সত্যকার জীবনে।—

স্বপ্ন কী এতো দীর্ঘ হতে পারে! দীর্ঘ সে-তার প্রমাণ কি! কে বলবে যে আমার এই তেইশ বছরের জীবন—স্বপ্নজীবন—মাত্র তিরিশ কি পাঁয়ত্রিশ স্বপ্নমিনিট নয়! অথবা, আমি যদি স্বপ্নাক্ত না হই, তবে দুর্বিষহ কোনো যাদুর প্রভাবে মোহ-অন্ধ। যা, আমাকে পরিপুর্ণ এক বিস্মৃতি দিয়ে এই জীবনের সঙ্গে আমাকে সামিল করেছে। তাই যদি না হবে—তবে কেন একটা দেশ নিয়ত আমাকে হাতছানি দেয়। মনে হয় সে যেন কতো আপন। তার ধূলোমাটির সঙ্গে যেন আমার জীবনের গাঢ়তম পরিচয়টি লুকিয়ে আছে। সেখানে যাঁরা ঘুরে বেড়ায় তাঁদের যেন চিনি মনে হয়। তাঁদের করুণ মুখ আমাকে ব্যথিত করে। তাঁরা এমন ভাবে তাকায়!! তাঁদের ভাষা আমি ভুলেছি—তাঁদের নাম—! তাঁদের মধ্যে একটি নারী মুখ আছে। তাঁর দিকে আমি তাকাতে পারিনা। মন কেমন করে। তাঁর যেন অনেক পাওনা আছে····কি পাওনা····কি তাঁর নাম····কে মনে করতে পারিনা। আমার ধূ ধূ মনে হয়····যেন আমার এক রাজ্য ছিল। যে রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলাম আমি।—সর্বময় কর্তা। আর আমার ইচ্ছাই রূপ পেত আত্মসমর্পিত····আত্মনিবেদিত ইচ্ছার পবিত্র সমবায়ে। কিন্তু, এখানে আমি বন্ধ····আমার স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র কই? "For thine is the kingdom!" চিন্তার মোহ শুদ্ধি ঘটে কোথায়

এখানে! "For thine is the kingdom!" এখানে যাঁদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা—যাঁরা আমার স্বজন—যাঁদের সঙ্গে গড়ে উঠেছে আমার বিবিধ সম্পর্ক প্রাত্যহিক পরিচয়ের সমবায়ে—মাঝে মাঝে তাঁদের অপরিচিত মনে হয়—। কলের পুতুল মনে হয়। অভিনেতা মনে হয়।· মনে হয় তাঁদের আমি জানি না! চিনি না। এঁদের প্রগল্‌ভতা—লজ্জাহীনতা, লোভ আমাকে বীতশ্রদ্ধ করেছে। এঁদের প্রতি যে শ্রদ্ধা যে প্রেম, ভালোবাসা থাকা দরকার তা' আমার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। কারণ, এঁদের যতটুকু দেখেছি—তাই-ই। যতটুকু জেনেছি—তাই-ই। এখানে প্রতিটি লোক স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন। জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখবার টিকিয়ে রাখবার প্রেরণায় চলেছে ঘাড় গুঁজে গড্ডল প্রবাহে। এ দ্বীপের অধিবাসীরা ভুলে গেছে····ব্যক্তিত্বের জাগরণে স্বপ্ন পরাহত হয়। জীবন! হায়রে, স্বপ্ন এখানে জীবনের আসনে বসে পাওনা আদায় করছে।····আমার যা চারিত্রিকতা ছিলো আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে দ্বীপবাসীদের জীবন যাত্রায় সামিল হচ্ছি। এঁদের সংস্কার, আচার, মূল্যবোধ আমাকে অভ্যস্ত ক্রীতদাসে পরিণত ক'রছে।···· 'শীঘ্রই ক্রীতদাস হইব।'

আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি এখানে কিছুই করা যায় না। সব কিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শ্রম এখানে উচিত মূল্য পায় না। প্রতিভা শুকিয়ে মরে অনাহারে। শিল্পী পায় তাৎপর্যময় ছলনা।—আত্মত্যাগ হাত আড়াই তিনের উচ্চ স্মৃতি স্তম্ভ পায় মাত্র।—বিদ্বান খেতাব পেলেই তুষ্ট। ছাত্র জীবিকা পেলে। সুতরাং আমি সমস্ত কর্ম-প্রবাহ থেকে নিজেকে আড়াল করেছি।

না, আমার চাইবার কিছুই নেই। আমি শুধু প্রতীক্ষা করছি কবে ঘুম ভাঙ্গবে। "Du bist der tod und machst uns erst gesund."

আমি জানি এ দ্বীপের নিয়ম আমাকে গড্ডল প্রবাহে টেনে নেবে।—অতঃপর এ দ্বীপের কোনো হৃদয়বিহীন কন্যার পানিগ্রহণ করে এ দ্বীপের রক্তের সঙ্গে আমার পবিত্র রক্ত মিশিয়ে—নিজের প্রতিবিম্ব এখানে রেখে আমাকে বিদায় নিতে হবে। শুরু হবে আমার প্রতিবিম্বহীন জীবন। প্রখর রৌদ্র কিম্বা আলোতেও আমার আর ছায়া পড়বে না।' [মায়াদ্বীপ বিজয়ী রাজপুত্র ঃ

প্রত্যহ নিহত সূর্য প্রেম তার রেখে গেছে পৃথিবীর ফসলের ক্ষেতে !

॥ এক

একদা সমস্ত স্বপ্ন কী আশ্চর্য যুবতী না ছিলো !

আগ্নেয় বলয়ে পুড়ে সামাজিক প্রত্যয়ে অনীহা
অনেক অনেক রামধনু রাত বুকে হেঁটে আসে
ধর্ষিত গোঙানি কার আদিগন্ত ছড়ায় বাতাসে
স্বপ্নের বন্ধ্যাত্ব বড়ো বুকে পোষে সৃজনের স্পৃহা....

এখন বার্ধক্য যেন—জোনাকিরা কতো দেবে আলো
পিরামিডে যার শয্যা ঝর্ণা তার লাগে না কি ভালো !
দ্বিতীয় শৈশবে এই ভ্রষ্ট পারিজাত কে ছড়ালো
অপ্রমত্ত হাওয়া ভেঙ্গে আবরণ ! জন্মকাল থেকে
বিচিত্র নক্ষত্রে দিয়ে ভরা রাত কতো যেন ডেকে
প্রিয় নামে ফিরে গেছে। নেপথ্যের নিসর্গভবনে
আমার ভূমিকা ! কাকে দেবো স্মৃতি রাত্রির গহনে !!

জুইনিয়া, ফুল সব পরিম্লান শব্দের প্রলাপে
কী মন্ত্রে যন্ত্রণা শূন্য হবো—দগ্ধ নেতির প্রতাপে !!

১০. ৮. ৬২

॥ দুই ॥

রোদের পর্যাপ্ত সবলতা ঘুরে সংসারী পাখীরা
ক্লান্তির আকাশ. ভেঙ্গে ঘরে যায়—এখন বিকাল
আমার চোখের আলো নিপীত অবাক শুদ্ধ লাল!
প্রাথমিক অভিজ্ঞতা, শৈশবের বলিষ্ঠ সাথীরা
একে একে চলে গেছে।····নিরালোক, তোমাকেই ছোঁবো
না, শীতের শয্যা ছেড়ে শ্রাবণের নদীতটে শোবো?
ফটিক জলের তৃষ্ণা····তৃষ্ণা তুই হরিণী বা মায়া!
মেঘল চুলের শিল্পে ছায়া দেবে নাকি জুইনিয়া!!

যদিচ প্রস্তর যুগ শেষ—। রক্তে অস্বস্তি মাখানো ঃ
অপ্রতিম দাবদাহে নদী সব তৃষ্ণা হয়ে গেলো!
ছাখো, নিভৃত চিন্তা খুবলে কে খেয়েছে এলোমেলো ঃ
মাধবীর মাতৃত্বেই যন্ত্রণার পূর্ণচ্ছেদ টানো॥

কমলা লেবুর স্বাদ পাঁতিলেবু ঃ যৌবনের পুঁজি
তমসুকে বাধা দিন····প্রশ্নের অসংখ্য গলিঘুঁজি॥

১২, ২. ৬৩

॥ তিন ॥

এমন প্রেমিক কেউ আছো যার প্রেম আন্তরিক !
আমার প্রত্যহ ঘিরে নানাবিধ মৃত্যুর উৎসব,
নিদ্রাহীন রাত্রিগুলো শুষে নেয় যৌবনের স্তব
উদ্ভাসিত আকাশ ; কে বন্ধু আছো ? অর্থ আক্ষরিক
সীমাকে ছাড়িয়ে কিছু দূরে যেতে চায়। সাময়িক
বিবিধ প্রত্যয়ে তীব্র অনীহায় স্থিত। কলরব
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় জ্বলে ; পদ্মা তোর মুখ বাস্তবিক
কবে যে স্রোতের টানে ভেসে গেছে পশ্চাতে। নিরন্নে
জাগো লখিন্দর সোনা প্রিয় হাসো প্রেমের অন্বয়ে !

তাহলে কি প্রেম কিছু মৃতহাড়ে যৌবনের যাদু
ফোটাতে পারেনা আর প্রাণ দিতে পারেনা প্রিয়া ও
অন্ধকার পারে লভ্য নয় কোনো অলৌকিক সাধু
বিগত উত্তাপ কিছু ফেরেনাকো শোণিত দিয়াও....

ভালোবাসা, তুমি কেন মরে যাও ! বলো কার পাপ
তৃতীয় নয়ন জ্বলে ঃ অশ্রুময় গলিত-গোলাপ ॥

১৪ ২. ৬৩

॥ চার ॥

উত্তুরে জানালা দিয়ে ইদানিং হাওয়ার হিড়িক
শহরের শীর্ষবিন্দু, গম্বুজে ও মিনারের গায়
কিছু কি কম্পন তোলে, অথবা আনন্দ কিছু পায়
পথের ধূলায় খেলে, কয়েকটা গৃহস্থ শালিখ
মিনারে গম্বুজে কিম্বা ইচ্ছামতো এদিক ওদিক
দাম্পত্য প্রেমের নিষ্ঠা ভেঙে দিয়ে বেশ উড়ে যায়
গভীর মাত্রায় স্থিত পক্ষীদের জীবন-যাত্রায়
এখনো আনন্দ আছে সোনা-রোদে নিশ্চিন্ত নির্ভীক।

আমার ব্যস্ততা নেই যতক্ষন একা বসে থাকি
কার্নিশে গম্বুজে পথে আকাশের অকৃপণ স্নেহ
মায়ের মতন চুমু····নির্ঝরিণী····আলোকের দেহ
নিয়ে ইতস্ততঃ ঘোরে রক্তের সোদর এক পাখী।

পাখীর জীবনে সূর্য বৃষ্টি হ'য়ে গন্ধ হ'য়ে ঝরে'
নতুন পিতৃত্বে কিছু পরিশুদ্ধ রক্ত দেবে ভ'রে।

১৬. ২. ৬৩

॥ পাঁচ ॥

প্রাত্যহিক বস্তুবিশ্বে নির্বাচিত দৃশ্যের মিছিল
এমন কাকে বা দিই ! সবাই সংগ্রামে লিপ্ত ।—দিন
শব্দের চাতুর্য, ভেঙ্গে ক্রমশঃ দৃশ্যের সব খিল—
এখন প্রচ্ছন্ন হবো নিঃসঙ্গতা, হবো অন্তরীণ ;
: নিসর্গেই ফেরা ভালো। স্মৃতি বলে : নিসর্গে প্রবীন
ফিরে এসো। এক বুক নির্জনতা দেবো। সব নীল
মেঘের মাথুরে ঢেকে ময়ূর নাচাবো পুনর্বার।
যদি তুমি ফিরে আসো অন্তরঙ্গ স্পর্শের পাথার।

বিবিধ পথের প্রান্তে নদী তোর কোন দিকে ঢাল !
সম্পন্ন সৈনিক কেউ ক্ষতহীন নয়। অর্বাচীন
আমার ভূমিকা কাকে দেবো রাত্রি ! স্থিত অন্তরাল
দু'হাতে সরিয়ে প্রিয় কে হাসে উজানে ! এ প্রাচীন
পল্বলে অস্বচ্ছ দৃষ্টি····যেন সব তৃষ্ণা····অন্ধকার
রাত হলো, কে বলে ডেকে ঘরে চলো বন্ধুহে আমার ॥

১৮. ২. ৬৩

॥ ছয় ॥

জননে যন্ত্রণা আছে তাই এতো সুন্দর জননী !
আমার মায়ের চোখ কই আর মনে তো পড়েনা।
চিত্রিত সবার মুখ····জটিলতা····আশ্চর্য রমণী
দুর্বার সম্মোহে শুধু কাছে টানে মমতা গড়ে না।
তমসা প্রচ্ছন্ন অনুভূতি শিল্প সজ্জিত দেহের
আন্তরিক আবেদন—ঃ কালিদহে ঢেউ কি নড়েনা !
কী ভীষণ হা হা করে বুকটা যে। আয়ত স্নেহের
যশোমতী নারী কেউ কোল পেতে আমারে ধরেনা ॥

পৃথিবীর কোনো মেয়ে মা হতে পারেনা আর মোটে ?
অনেক কুমারী মেয়ে মাতা হয় কী করে যে হয় !
এক দুই যন্ত্রণারা রক্তে সাদা ক্ষত হয়ে ফোটে····
জুইনিয়া, এ প্রবাসে সব স্বাদ লবণ।····বিস্ময়
শোনো, বলি অপ্রতিম যন্ত্রণায় লব্ধ অভিজ্ঞতা
আমাদের আত্মা নেই নেই প্রেম আর পবিত্রতা ॥

২১. ৩. ৬৩

॥ সাত ॥

জুইনিয়া, শোনো কতোকাল যেন ইতিহাসহীন
পৃথিবীর প্রেমিকেরা বাণপ্রস্থে—কতো যুগ আগে
না, কোনো দেবতা নেই মানুষের। সূর্য অস্তরাগে
মনে হয় কাল ভোরে সুপ্রসন্ন অমল নবীন
দেবদূত হয়তো বা কেউ হবে ভূমিষ্ঠ। সংরাগে
হেসে হেসে বকুলের মাধবীর চামেলীর দিন
বলবে : প্রত্যয় ছিলো, তাই তুমি এসেছো আবার
যৌবন নিপীত হাড়ে পুনঃ গ্যাখো পুষ্পিত সম্ভার ॥

অথচ এখন গ্যাখো, জুইনিয়া, সময় পাথর
তমসা তমসা বড়ো চতুর্দিকে প্রত্যয় বিহীন
বড়োই দেউলে যন্ত্রণায়····দগ্ধ····পুঞ্জীভূত ঋণ
ফলতঃ সমস্ত তমস্থকে বাঁধা ভিটে মাটি ঘর
সত্তার এ অন্ধকারে কোন্ মন্ত্রে হৃদয় জাগাবো!
বিজন জ্যোছনার রাত্রে নির্বাসনে একা চলে যাবো।

২৫, ৪, ৬৩

॥ আট ॥

নিশ্চিত নিয়তি সেঁতো সুকৌশলী প্রেমিকের মনোহর ছদ্মবেশে আসে
ভালোবাসা, নক্ষত্রের, কাঁপা কাঁপা সিঁড়ি ভাঙা ভেজা ভেজা কিছু
ম্লান আলো
এখন মুহূর্ত্ত যেন কাকচক্ষু নদী হয়ে আঃ হৃদয়। হৃদয় জুড়ালো!
রাত্রি তুই প্রেম দিবি! মায়ের মতন কিম্বা আমি এক উদ্বিগ্ন বিশ্বাসে
তোর আলিঙ্গনে দেবো স্বেদসিক্ত দেহ কেশ—কোলে
মাথা রেখে অনায়াসে
শোলোক শুনবো, সেই শৈশবের নিশিথিনি, প্রার্থিতই—ধবল বা কালো
মেঘের প্রথম শিল্প—রাজকন্যা বিম্ববতী····মায়া ছুঁই ছুঁই বুড়ি—ভালো
যদিচ সিঁদুরে রাঙা ললাট, চন্দনা রাত্রি, জুইনিয়া অশ্রুতেই ভাসে।

এখানে যৌবন বড়ো তাড়াতাড়ি এলেবেলে আনেবানে শেষ হয়ে যায়
মাংসের শিথিল স্তূপে বিগত বাহার রাত্রি, রে নিদয়া, ছেড়েদে আমারে
সমস্ত দৃশ্যই যেন প্রতিবিম্ব অন্ধতার বহমান নগ্ন তমসায়
ঃ প্রান্তরে কি মুক্তি ছিলো অশ্বত্থের তেজোগর্বী সমারোহে
দীপ্ত সমাহারে!
যে কোনো প্রণয় জানি জুইনিয়া, যন্ত্রণার পুর্বাপর দলিত কুসুম ঃ
আমার রক্তের অন্তর্বর্তী স্বাদে নানাবিধ নঞর্থক প্রত্যয় কুঙ্কুম ॥
২৬, ৪, ৬৩

॥ নয় ॥

ক্রমশঃ সমস্ত আলো নিসর্গের মরে যাচ্ছে, বিস্ফারিত চোখে
চেয়ে দেখি হাওয়া সেও বাণবিদ্ধ মরে যাচ্ছে ক্রমশঃ ! অথচ
ঃ প্রান্তরে ফোটাবো ফুল বসন্তের। অপ্রমত্ত যৌবনে বিকচ
প্রার্থনায় নত হবো, প্রেমে দীর্ঘ হবো, আর দ্বিধাহীন শোকে
যেন বা দিঘির স্নিগ্ধ—মাতামহী স্নেহের বা বৃত্তিতে সহজ !
কবে যেন কথাচ্ছলে জুইনিয়া, এ প্রতিজ্ঞা বলেছি তোমাকে ॥

কোথায় নেপথ্যে যেন দীর্ঘতম পরাজয় ঘটেছে—এখন
যেন সব রুদ্ধদ্বার খুলে মৌন চোখ মেলে কে ডাকে আমাকে !
ব্যথা কী যন্ত্রণা আহ্ প্রজ্ঞাহীন নঞর্থক এই নিরালোকে
কাঁদে একা ফুলে ফুলে সিঁদুরের রাত্রি কাকে যেন সমর্পণ
করবো প্রতিজ্ঞা ছিলো।—না, আত্মীয় বৃক্ষ-ছায়া শিয়রে জাগ্রত
নেই আর প্রিয় ফুল জুঁই যেন ভালোবাসা—গঙ্গোত্রী আমার
শব্দহীন ঝরে গেলো, দৃশ্য থেকে সুনির্মিত ইঙ্গিতে কাহার
—তোমরা সম্পন্ন হয়ো প্রেমে—আমি অন্ধকারে রবো নির্বাসিত

২৮. ৪ ৬৩

—পটভূমি অন্ধকার ! কালিন্দীর যেন তীব্র বিষ····
····সমস্ত আলোর মৃত্যু ঘটে গেছে। উৎসব শেষের·
বিজন অশ্বত্থ এক কোলে নিয়ে ঘাসহীন মাঠ !

····অন্ধকার বাতায়ন। রুদ্ধ সব গৃহস্থ কপাট।
কে আমাকে করে দিলো নাগরিক এমন দেশের !
রক্তের প্রবাহে জ্বলে যন্ত্রণারা দীপ্ত অহর্নিশ !

২৩.৩.৬৩

(১১)

আলো নেভালেই

আলো নেভালেই—অন্ধকার
অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার
চোখের পাতায় বটের ছায়ার নির্জনতা
ঘরের দেয়াল জাফরী কাটা নকশি-কাঁথা
তেপান্তরের উধাও মাঠের নির্জনতা—

ততক্ষণে বন্ধ কপাট—বন্ধদ্বার
জারুলগাছের তলায় অন্ধ-অন্ধকার

এবং হটাৎ আয়না হলো দেয়ালটাই
ভাবতে কী দোষ রক্তে যেন মিশ্‌লো তাই
কার শ্রীমুখের আদল পেলো দেয়ালটাই····

ততক্ষণে বন্ধ কপাট বন্ধ দ্বার
এবং ঘরে জারুল তলার অন্ধকার····

৩১. ১২. ৬০

রামী রজকিনী

হিজল গাছটা যেখানে নদীর অন্তর দেখে মুগ্ধ
আর, মা'র আশীর্বাদের মতো ঝরিয়েই চলে ফুল
সেখানে, সকাল সন্ধ্যার মিলিত সঙ্গমে
প্রহরগুলি লহর তুলে থির—
রামী রজকিনী, নিত্য কাপড় ধোয়....

সবুজ নয় গহণ কালো দীঘল হরিণ চোখ
আর কণ্ঠস্বরে পাকা ধানের শীষে শীষে,
টিয়া আর চন্দনা আর বুলবুলির নির্ভরতা....

আহা, ভালোবাসা, অঝোর হিজল ফুল....

ফুলন্ত এই হিজল গাছের তলায়
নদীর স্রোতের উজান ভাঁটি ফুলের বুকে দিঘি
গোলার চালে আর মরাইয়ের চারপাশে
চড়াইয়ের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ঃ
আহা ভালোবাসা, অবুঝ-বেবুঝ মন
চড়াইয়ের প্রেম ঃ রজকিনী রাই রামী
ঢল ঢল নদী—-তন্বী প্রাকৃতা কাম ॥—

২১. ১. ৬১

(১৩)

রাত্রি আমার তৃষ্ণা

রাত্রি আমার আকাঙ্ক্ষার নদী,
নীরবতা, তোমাকে পেলাম
অনেক নিবিড় করে আমার বারান্দায়
ঝুলে ঝুলে পড়া আইভির ডগা বেয়ে বেয়ে
চুঁয়ে চুঁয়ে তুমি মাদকতার শরীর পেলে
নীরবতা, কখন তুমি এলে····

কিন্তু, এখন খাদ্য নয়, নয় পেট ও
নয় আকণ্ঠ তৃষ্ণা—
আমার সমস্ত স্নায়ু ঘুমের মতন মেলে দিয়ে
ধীরে ধীরে এক ক্ষুধা : (দূষিত স্বপ্নের মতো
আমাকে—ন্‌না—
স্বপ্নে যে জল খাই
তার প্রত্যেকটি ফোঁটা
কত সুস্বাদু !)—
ন্‌না, এখন আমি একলা থাকতে চাই
স্মৃতি, এসো আমার সঙ্গে শোবে !

১৬. ২. ৬১

পঁচিশে ফাল্গুন

পঁচিশে ফাল্গুন
তোমাকে অভ্যর্থনা করলুম খালি বুকে।—
আত্মা যা ছিলো—
ফেলে দিয়েছি কুলকুচো করে
কিম্বা দাঁতে পিচ্ কেটে।

পঁচিশে ফাল্গুন—!
কী আশ্চর্য
আমি একদিন ওঁঙ্গা বলে কেঁদেছিলুম !
তারপর একদিন মা বলে ডেকেছিলুম !!
আর একুশ বছর আগে
(কি আশ্চর্য—যখন আমার আত্মা ছিলো !)
আমি স্বপ্ন দেখতুম :
রাজকন্যের ঘুম ভাঙাবো
জাগবে দেশ পাহাড় বন যুগান্তর
আর আমি গল্প হয়ে যাবো
ভাবীকালের ঠাকু'মাদের ঝুলিতে !

পঁচিশে ফাল্গুন :
আগুনের ছায়া-জাফরীর ঘরে
ছাদে যাবার পথ ধোঁয়ায় অন্ধকার।
(কার আঁচলের ছায়ায় বা মুছি ধোঁয়া !)
আর সেই আগুনে পোড়ে ছাখো
কাঞ্চনমালার মুখ
মেঘবরণ চুল—
ভরন্ত বুকের দীর্ঘশ্বাস আমাকে বড়ো কাঁদায়
আমি কতো অসহায়
(আহা কাঞ্চন—কাঞ্চনমালা····আহা গো !)

পঁচিশে ফাল্গুন—
আজকাল বড্ড দেরী করে আসছো ভাই
এবার থেকে তাড়াতাড়ি এসো
পঞ্চমাঙ্ক অভিনয়ে আমি ক্লান্ত
আর ঘরে ফিরে একটু ঘুমুতে চাই !!
১৭. ২. ৬১

(১৬)

ইউলিসিস

নির্বাসিত কোন পাপে এ নৈরাজ্যে খণ্ডিত ঈশ্বর ?
কী দোষে আমাকে বন্দী করেছো এ অন্ধকার ঘরে ?
এ ঘরে দিনের আলো আশীর্বাদ আসে না, এবং
বিরক্তির বিবমিষা অন্ধকারে তেলাপোকা ওড়ে !!

প্রান্তরে সমস্ত দৃশ্য (যাকে বলা হয় মানবিক)
বিবিধ খেয়ালে মত্ত লীলাচারী লম্পট প্রেমিক
বিচিত্র সঙ্গমে রত : দিনগুলি নির্বোধ শামুক
কে নিলো আমার ঘুম ? অবসাদ নৈরাশ্যের বেদ
না, তোকে দেবনা ওষ্ঠ বক্ষ বাহু রে ঘৃণ্য কামুক !

লোটাস ঈটার্স দ্বীপ—যাদুকরী, তোর এ সম্মোহ
আমাকে বিস্মৃতি দেবে ! অসম্ভব। স্থির চোখে আমি
প্রজ্ঞায় চেতন রবো—যতই সাজাস তুই দেহ
আমার ইন্দ্রিয় মন সকলের একনিষ্ঠ স্বামী
আমার প্রদীপ্ত শুভ্র অভিজ্ঞান—অমল অন্বয় :

আমার সংসার আছে পরিপুর্ণ শান্তি প্রেমে নব
আমার কাঞ্চনমালা আর সব বলিষ্ঠ সন্তান.
আমার স্বপ্নরা তার মুগ্ধ চোখে তারকায় ধ্রুব
সে আমার পথ চেয়ে সন্তানে শিখায় পিতৃনাম
সে আমার তৃপ্তি শান্তি গঙ্গোত্রীর গহীণ নিতল

রে অদৃশ্য মায়াবিনী, এইবার হলো যে সময়
শুভ্রহাড়ে আলো জ্বেলে অন্ধকার পাড়ি দিয়ে যাবো

২২. ২. ৬১

'জনম অবধি'

'....The weariness, the fever, and fret
Here, where men sit and hear each other
groan....' keats.

এখানে যৌবন কাঁদে যযাতির অতৃপ্ত ইচ্ছায়
আহা ক্লান্তি, আর জ্বর, আর এক সম্পন্ন বিষাদ
আমাকে আচ্ছন্ন করে। বৈকালিক নিস্তব্ধ সায়রে
প্রতিমূর্তি দেখে ক্লান্ত। শুনি কা'র অস্ফুট গোঙানি।
ইচ্ছারা ক্রমশঃ দেখি বৃদ্ধ হয়; স্থবিরতা বয়ে
যৌবন বিবর্ণ হয়— মরে যায়!—প্রেতের নিঃশ্বাসে
কফিনের মৌনতম বুভুক্ষায় কিছু শান্তি আছে?

এখানে চিন্তারা সব জন্ম দেয় পূর্ণ যন্ত্রণার,—
সীশার মতন চোখে নৈরাশ্যের আঠা আঠা ক্লেদ!
বিবর্ণ রোদের মৃত মুখ পাংশু ঘাসের আকাশে
সুন্দর স্বপ্নেরা মৃতঃ কারো চোখ কারো ভীরু চোখ
নৈঃশব্দে হারায় এক যন্ত্রণার কুম্ভীপাক হ্রদে!
অমল প্রেমের স্বপ্ন মুহূর্তেই শুঁয়ো পোকা হয়ে
সযত্ন বর্ধিত স্বপ্ন কোরকের দলগুলি কাটে!

১. ৩. ৬১

এহো বাহ্য

মৃত্যুকে দিয়েছে প্রেম আর তার অর্ধেক শরীর
অথচ আশ্চর্য ছাখো, সেই বৃদ্ধা স্তনের বোঁটায়
ফোটায় শালুক পদ্ম জন্ম দেয় সম্পন্ন গভীর
পরিপূর্ণ এক দিঘি বিস্মিতই দেহের কোঠায় ॥

বিকালে প্রসন্ন রোদ হেলে পড়া যৌবনের মত
অবাক আয়না খুলে সেই বৃদ্ধা প্রতিবিম্ব দেখে
বলেছিল ঃ যায় সবই দিন আর রাত্রি হলে গত
ক্রমান্বয়ে ঋতুচক্রে বর্জনের দীপ্ত চিহ্ন এঁকে
বয়েস বুলায় স্নেহ এ কপালে প্রোঢ় পিতামহ
কানে অভিজ্ঞতা দেন ঃ এহো বাহ্য....আরো আগে কহ

অথচ আমরা যারা যযাতির স্পর্ধিত ওপিঠ
অভিজ্ঞানে বাধ্য হই তৃপ্ত হতে ঃ আহা রে যৌবন
তৃষ্ণা তো মেটে না আর শূন্যপ্রেক্ষা আকাঙ্ক্ষা-ত্রিপীঠ
ঘিরে ঘিরে কান্না ঝরে ব্যর্থতার উষ্ণ প্রস্রবন।

এবং বৃদ্ধার চোখে স্পান্দমান শব্দের প্রপাত,
নদী হয়—অশ্রুমতী—দুই তীরে শিলীভূত রাত !!

৩০. ৬. ৬১

অন্ততঃ একবার নত হয়ো

'অন্ততঃ একবার নত হয়ে ছুঁয়ো সে নদীর জল।'

তারপর চোখ মেলে জেগে উঠো : সমস্ত অন্তর
ক্রমশঃ প্রসন্ন হয়ে গভীরতা—আশ্চর্য অগাধ
সুতীব্র তীক্ষ্ণতা নিয়ে প্রতীক্ষায় কাঁপে থর থর
শুদ্ধ শান্ত কুয়াশায় ; নিপীড়িত জীবনের সাধ
ক্রমশঃ প্রসন্ন হয়ে খুলে দেবে প্রজ্ঞার অর্গল ॥

অন্ততঃ একবার নত হয়ো বোধিদ্রুমের তলায় !

সতত সঞ্চরমান অশ্রুচিহ্ন মুক্তিস্নান করে
মৃত্যুর নিরয়ে আনে বিশ্বাসের সুরভি কহ্লার।
ক্রমশঃ যন্ত্রণামুক্ত স্বপ্নমুগ্ধ নীরব অম্বরে
মৃদঙ্গের তালে তালে জন্ম পাবে বিস্মিত মল্লার।

সমস্ত শ্রমের মুক্তি উদ্ভাসিত কারুণ্যে মায়ায়।

১৫. ৮. ৬১

সম্ভাব্য বসন্ত

সম্ভাব্য বসন্ত দেবে আকাঙ্ক্ষিত যৌবনের স্বাদ !
পাথুরে দেয়ালে কারো ছবি রবে জীবাশ্মময় আঁকা
লক্ষ কোটি বৎসরের উপবাসী প্রণয় প্রশ্নের
কোন্ উপমান দেবে হে কাজল নদীর স্নিগ্ধতা····

যদিচ নিশ্চিত জানি স্বপ্ন আর আশাবা কলাপী
স্মৃতিকে বিশ্বাস নেই, স্মৃতি সেতো প্রগলভা····ইত্যাদি····
তত্রাচ বিনিদ্র রাত্রি শিয়রে দক্ষিণ বাহু রেখে ঃ
(ভেনাসের জন্ম আহ্ ! আকাঙ্ক্ষার পদ্মের নির্মাণ !)
নগ্নিকা ভেনাস তার ওষ্ঠে স্তনে কটি ও জঘনে
আকাঙ্ক্ষার রঙ দেবে নবা এক দীপ্ত প্রসাধনী····
তৃপ্তির ব্যঞ্জনা খুঁজে ব্যর্থকাম প্রহত আবেগে ;—

—পৃথিবীর রূপমতী নারী সব যুবতী হরিণ !

৩. ২. ৬২

জন্মের-যন্ত্রণা*

(মা'কে নিবেদিত)

মাগো, ছ্যাখো, নৈঃশব্দের অন্ধকার গুহা—গর্ভ থেকে
উঠে আসে, হিংস্রতায় দাবী করে শরিকানা, আর
প্রাগৈতিহাসিক কাল অবয়বী বর্তমান হয় ঃ
আমার মৌলিক ইচ্ছা রক্তহীন শ্বাপদী আদরে !
মাগো, বলো, কোন্ মন্ত্রে দাবীদার দৈত্যকে ঠেকাবো ॥

নিতান্ত দেউলে আমি—তমস্থকে বাধা গেছে সব ।
সোমত্ত যৌবন ছিল তাও ছ্যাখো, খণ্ড খণ্ড আজ
অনুভূতি, রক্তমাংস, স্পর্শ, দৃশ্য, শব্দের প্রাঞ্জল
ইচ্ছার বর্ণালী ডানা ছিঁড়ে নেবে লোভের আঙুলে
সব কেড়ে নেবে ওরা—মাগো, তবে কি নিয়ে বা র'ব

তুমি ও তো দাবীদার, তোমাকে কি দেব অহঙ্কার ?
ছ্যাখো, সব নিয়ে যদি পারো মোছো জন্মের-যন্ত্রণা ॥

২০. ৪. ৬২

এ পথ দিয়ে যেতে যেতে

শোন সজনী, আমার ছিলো, সূর্যমুখী মন
সজনী শোন
কবে কখন আকাশ জুড়ে মেঘের প্রস্রবন
ডুবিয়ে দিল বুক-ভাসানি সোমত্থ যৌবন।

শোন সজনী আলোক লতা ছিলো আমার প্রেম
সজনী শোন
কলমিলতার দোল দোলানোয় বিষ্টিতে রম্‌ঝম্‌
কলমিলতা কলমিলতা চোখের মণি হেম।

শোন সজনী বুকের অবুঝ জ্বালা
ছড়িয়ে পড়ে ইতস্ততঃ হিজলা ফুলের মালা॥

৮. ৫. ৬২

উদয়-সাগর

(মা'কে নিবেদিত)

মাগো, এই পরিচিত প্রাত্যহিক বৃত্ত থেকে আমি
সরে যেতে চাই। যাবো—বহুদূরে উদয় সাগরে
মাগো, প্রত্যহের এই হাঁটু জল কাদা মাটি নুনে
তৃষ্ণা যে মিটেনা আর,—এরা মগ্ন প্রনন্ত সংলাপে ঃ

আমি রোজ স্বপ্নে দেখি অপ্রমত্ত উদয় সাগর
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সাবলীল খেলা করে স্বর্ণালী মাছেরা
ডানার দ্যুতির ছন্দ নিষ্কলুষ আমাকে ডেকেছে।

মাগো স্মরে দৃশ্যমান সমুদ্রের রত্নগর্ভ স্বর
আর আমি যৌবরাজ্যে ইদানীং অতৃপ্ত এবং
স্বর্ণালী মাছের মুখ ঢেউয়ে ঢেউয়ে মৌলিক ইচ্ছায় ঃ
কৌশলী ধীবর এক যেন আমি——অক্লান্ত ধীবর
অম্বিষ্ট অক্লান্ত ইচ্ছা····অপ্রমত্ত উদয় সাগর····

৯. ৫. ৬২

রূপকথা

সমস্ত সবুজ শেষ ; পড়ে আছে বৃক্ষের কঙ্কাল।
ডাইনীটা ক্রমশঃ দেখি হাড়ে মাংসে যৌবন নাচায়
সমুদ্র পাড়ের শিল্প তার দেহে। হাসির নির্মাণ
তার যেন মুহূর্তেই নায়কের প্রার্থিত বাসর।

এ এক আশ্চর্য বিদ্যা ; ছলনার তীব্র বিষে নীল
মাদকতা এনে দেয় পিপাসিত ঠোঁটের তলায় ঃ

সমস্ত সবুজ শেষ। বিধাতার আকাশ লোপাট
কুশলী যাত্নর মায়া পল্লবিত। ঋতুর উজানে
সমস্ত অন্বেষা ব্যর্থ ! কোন হ্রদে পরাণ ভোমর
কতটা অতলে আছে ফটিকের স্তম্ভের আড়ালে ?

এ এক রাক্ষসী মায়া। সবুজের নেশা শেষ। আর
আকাশ লোপাট। আর অস্থি মজ্জা হৃদয় বিহীন
আমরা, কঙ্কাল সব, ঘাসহীন মাঠে শুয়ে আছি····

জানি না, আসবে কবে মুক্তিদাতা অভীক কুমার।

২. ৭. ৬২

(২৬)

রূপান্তরী বক্তব্য

বৃক্ষের আদিম মৌল প্রসারিত চেতনার নাম সহিষ্ণুতা
ঋতুমতী মাটি তাই বীজে বীজে পুংসবনে অঙ্কুর মেলেছে
সবুজ নির্জন····শুদ্ধ····পবিত্রতা····স্বপ্নে দেখা আশ্চর্য ব-দ্বীপ

জুইনিয়া, তুমি জানো কতোকাল অপ্রেমের আসঙ্গে পুড়েছি
আমার সমস্ত ইচ্ছা প্রতিদিন পুড়ে পুড়ে বর্ণহীন ছাই
কতোকাল পৃথিবীর মানুষের ইতিহাস হয়নি রচিত—·
জুইনিয়া, তুমি জানো মুক্তো খুঁজে গহীন সমুদ্রে ডুবে গেছি
যদি মুক্তো পাই আহা ডুবুরীর পরিশ্রমে যদি মুক্তো পাই
সাতটি রাজার ধন এক মুক্তো মুক্তি যেন আলোকে বর্ষিত—
···পৃথিবী উদাস! কাঁদে সমুদ্রের রত্নগর্ভ স্বর—সব বৃথা!

বৃক্ষের চেতনা কিম্বা সমুদ্রের স্বভাবের বৃত্তান্ত জেনে যে
আমার রক্তের স্রোতে সিঁড়ি ভেঙ্গে আসে কেউ প্রতীকী প্রদীপ
হাতে। যেন শাঁখা হাতে লালপেড়ে সাড়ী····যেন তৃষ্ণা অকস্মাৎ
আশ্চর্য প্রার্থনা হবে তার স্পর্শে সিঁদুরে রাঙাবো সব রাত।

১৯. ৭. ৬২

অদ্ভুত ঘোরানো সিঁড়ি

অদ্ভুত ঘোরানো সিঁড়ি পিচ্ছিলতা চিত্রল দেয়ালে
বিবিধ ইচ্ছার চিত্র আঙুলের কম্পমান ছোঁয়া
যেন বা জীবাশ্ম হয়ে বর্তমান আপন খেয়ালে !

অদ্ভুত ঘোরানো সিঁড়ি নিম্নগামী অথচ হঠাৎ
দু'টো কি তিনটে সিঁড়ি তফাতেই উর্ব্বর আকাশ
অদ্ভুত ঘোরানো সিঁড়ি ছাদে যেতে শেষ অকস্মাৎ

কার্নিশে সন্নত ছিলো বকুলের গন্ধের মাতাল
ক্রমশঃ বিভূতিময় ভূয়োদর্শী স্পর্ধিত ত্রিকাল
নিজেকে মহূর্ত করে নদী— যেন শ্রাবস্তীর রাত····

অদ্ভুত ঘোরানো সিঁড়ি····না আমার হয় নাকো যাওয়া
ধনিষ্ঠা কৃত্তিকা স্বাতী—হে রাজন, তোমার বিভাস
দেয়ালে তমিস্রা জ্বলে ঃ ক্রীতদাস হবোই নির্ঘাৎ !

৯ ৮ ৬২

অপবাদ

প্রগলভ অন্ধকারে আর নয় আদিম নিষাদ
উঠে এসো পরিস্নাত অবয়বী আলোর উজানে
দ্যাখো, সব আছে ঠিক পূর্বাপর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে
নিষাদ বিষাদ ভাঙ্গো, অবক্ষয়ী মৌল অবসাদ।

নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ে জানি প্রত্যহই : পল্লবিত বনে
তোমার কুটীল ইচ্ছা আন্দোলিত তামসিক মনে
বাল্মিকীর অভিশাপ ; কিন্তু ক্ষমা, ভ্রষ্ট অপরাধ—
প্রতীকী প্রতিজ্ঞা শোনো—অন্ধকারে সংকুচিত সাধ

নিষাদ নিষাদ ভয় নেই নয় কোনো অভিশাপ
বরঞ্চ প্রতিষ্ঠা দেবো সূর্যকর পরিস্নাত স্নেহে
বিশুদ্ধ প্রমায় আমি হত ক্রৌঞ্চযুগলের দেহে
প্রাণের উত্তাপ দেবো।   প্রথাগত করুণ বিলাপ
রক্তের আদিম, নয় হে নিষাদ, মাতাল অগাধ
বৃত্ত থেকে উঠে এসো. ঘুচে যাক্ ঘৃণ্য অপবাদ ॥

৬. ৮. ৬২

প্রাকৃত-কাব্যের নায়িকা কে

সজনী তোর দীঘল চোখের বাণে
বিঁধিস নে আর বিঁধিস নে অন্তর !
আমি তো ছ্যাখ বুড়িয়ে গেছি ফুরিয়ে গেছি
কালিনী বিষ পানে—
জুড়িয়ে দেবার জানিস কী মন্তর !!

আকাশে ঝড় উথাল পাথাল অবুঝ মাতাল জ্বর
স্মৃতির পাতাল সাপিনীকাল রাত
অমন ক'রে তাকাস নেরে লাগ্‌ছে কেমন ডর,
চোখের তলে অচুম্বিত মুখ
আনিস নেরে সজনী আর ধরিস নে এই হাত !

আমি তো ছ্যাখ্‌ বুড়িয়ে গেছি ফুরিয়ে গেছি, মা'র
নিশুত রাতের শোলোক ভুলে ! সুখ ?
হায়রে, আমার বুকের পাঁজর তুই উপমান যার—
আঁধার ঘরে নাচাবো স্মৃতিটুক ।

৪. ১১. ৬২

যাদুকরী (দেশপ্রিয় পার্কের সন্ধ্যা)

দু' জোড়া পায়ের ছন্দে অন্ধকার নাচাতে নাচাতে
ওরা গেলো বায়ুসেবী জনতার প্রসাধিত বাঁকে
বিশুদ্ধ আলোয় ওরা পরিস্নাত। বিজ্ঞাপনী আলো
স্পর্ধিত দেয়ালে, যেন এই মাত্র খুন করে কাকে
প্রমাণিত হত্যাকাণ্ড মুছে দেয় সুকৌশলী হাতে ;
লতা ফুল পাতা গুল্মে এ যুগের মনস্তত্ব কাঁপে।
হে সময়, যাদু আনো ইঁটে কাঠে শ্যামলিমা জ্বালো
আমার দৃষ্টির শুভ্র ছাখো দগ্ধ সভ্যতার পাপে !

ছিল এক রাজপুত্র, মৃত হাড়ে যৌবনের যাদু
ফোটাতো কী মন্ত্রে যেন স্ফুটমান ফুলের উপমা :

এই ওরা চলে গেলো, বর্তমান নাচাতে নাচাতে
অন্ধকার দলে গেলো জীবনের গরিষ্ঠ সুষমা
দু' জোড়া পায়ের মৌল ছন্দে যেন প্রাচীনা পৃথিবী
অত্যাপিও পারে মৃত হাড়ে যাদু যৌবন বানাতে।

দু' জোড়া পায়ের ছন্দে বর্তমান অন্ধকার ফাটে····

৫. ১১. ৬২

(৩১)

অনেক নদীর নাম

অনেক নদীর নাম সুখশ্রাব্য সঙ্গীতের মতো
অনেক নদীর নাম ঘুম ঘুম স্বপ্নের মাদক
আমাকে গঙ্গোত্রী দিও অবিমিশ্র, অন্ধকার ঘরে
চিত্রল দেয়ালে আমি অবিনাশী কল্পনা সাজাবো··

সমস্তই পুড়ে যায় পোড়ে আহা সাগ্নিক বিষাদে
আমের নীরস শয্যা—যৌবনের স্পর্শের মাতাল
পোড়ে পোড়ে ঐশ্বর্যতা নিসর্গের নিগূঢ় কৌশলে
পাবক পবিত্র করো দাহ্য গুণে আত্মায় অমল····

ভাঁটির গঙ্গায় নয় জোয়ারের কুলভাসা টানে ঃ

বড়ো সাধ আছিল গো! সমুদ্দুরে পাঞ্জর জুড়ামু····

৭. ২. ৬৩

অফিয়ুসের বিলাপ

এমন হৃদয় কোনো নেই যার ছোঁয়ায় হৃদয়
জেগে ওঠে।   বলে : চলো আকাশের ছাদের গহনে
সেখানে নিভৃত স্বপ্ন গড়ে নেবো বিবিধ দু'জনে
নির্মেঘ সময়ে স্থিত মুখোমুখী—বিশুদ্ধ অণ্বয়

জীবন সুন্দর বড়ো যন্ত্রণায় ডুবে যেতে যেতে
যদ্যপি ঘৃণিত শব পরিকীর্ণ ;—ফসলের ক্ষেতে
হাসির নির্মাণ শুভ্র সূর্য তবু শিল্পকর্ম হয় !

কী করে ফিরবো বলো আত্মার মৌলিক প্রয়োজনে !!

পিচ্ছিল সমস্ত পথ পুর্বাপর অবসাদে বাঁকা
এ শুধু অস্তিত্ব রক্ষা কোন মতে দুস্তর প্রবাসে
এ যুগে জন্মানো মানে অর্ধেক কবরে ঢুকে থাকা····

—দিনের সমস্ত পাখী প্রত্যয়ের নীড়ে ফিরে আসে····

১১. ৬. ৬৩

(৩৩)

নির্বাসন ঃ দূরের জানালা

এ এক আশ্চর্য দ্বীপে আমি অবরুদ্ধ হে কাঞ্চন!
মেঘের প্রথম শিল্পে মনে পড়ে এখনো তোমার
মুখের সুডৌল, ছায়াদিঘি চোখ, স্পর্শের মাতন
সুবাসিত অন্ধকারে তুমি ছিলে সুস্মিত কহ্লার !

এখনো তোমার নামে মেঘময় সময় আমার
স্মৃতির উজ্জ্বল হয়। বন্ধুহীন তিক্ত নির্বাসন
বিবিধ যন্ত্রণা সত্ত্বে—সহনীয় ; মুক্ত জানালার
স্থবির গরাদে মাথা কুটে মরে ধর্ষিত যৌবন !

কাঞ্চন, কাঞ্চন, আমি কতোদূর নির্বাসনে একা
বিগত স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—ক্রমশঃই জড়
কী ভীষণ অবসাদে। অবক্ষয় আঁকে বলিরেখা
প্রসস্ত ললাটে—ত্বকে তিক্ত হাসো কে তুমি ঈশ্বর !
আয়ুর ঐশ্বর্য নষ্ট ব্যর্থতায়—প্রবাসে একক
দূরের জানালা খুলে স্মৃতি ঃ ঘরে জটীল নরক !!

২০. ৫. ৬৩

প্রবাসে বন্দীর জার্নাল

আমি ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছিলাম
ধলেশ্বরী নদী দিয়া ভাসিতে ভাসিতে
মনের আনন্দে যাইতেছিলাম।
সমুদ্র বোধ হয় বেশী দূরে ছিল না।
সমুদ্রের নিঃশ্বাস শুনিতে পাইতেছিলাম।
আমি সমুদ্রে যাইতেছিলাম।
পিতামহ আদিত্যদেব আমার প্রতি সতর্ক স্নেহল
সন্ধানী দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।
মাদকতাময় গন্ধ আমাকে ঘরের কথা মনে পড়াইতেছিল
কাঞ্চনমালা—কুঞ্জবীথি····সিঁদুরের রাত········
আকাশে মেঘ ছিল না।
রৌদ্রে উত্তাপ ছিল মৃদু।
যেন স্নেহ।

এমত সময়ে হে অদৃশ্য সম্রাট
আমি তোমার ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর হস্তে বন্দী হইলাম।
তাহাদের ইচ্ছা আমাকে
মনুষ্য নামক এক দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাত্রাবিহীন জীবদেহ দিল।
আমার আনন্দ বন্দী হইল।

পিতামহ আদিত্যদেব আমাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না
তেইশ বৎসর আগে হে সম্রাট
তোমার কৃতজ্ঞ ক্রীতদাস ক্রীতদাসী আমাকে খাদ্র করিল।

তোমার রাজ্য বিরাট—তুমি অদৃশ্য
তোমার কারাগারে কোনো প্রাচীর নাই
তোমার কারাগার সাম্রাজ্য........
এখানে সবাই সুখী।
অথবা মানব জীবন নামক নাটকের কৌশলী অভিনেতা....
তাহারা সুখ বলিয়া অ-পদার্থ ভাবানুভূতির সম্ভাব্য শিল্পরূপদাতা
সুখ কী, আনন্দ কী
সে সম্পর্কে উজ্জ্বল কোনো ধারণা নাই।
আঙ্গিক অভিনেতারা—
প্রথাগত পথেই তাহাদের বিচরণ।

একদা পলায়ন করিলাম....
ভাবিয়াছিলাম বন্ধন আর জড়াইবে না
বন্ধনের কারাগারের বাহিরে যাইব
একজনের দীঘল চোখ আমাকে উৎসাহ দিয়াছিল
কিন্তু, কী বিরাট তোমার সাম্রাজ্য হে রাজন্
আমি তার শেষ পাইলাম না।
ফিরিয়া আসিলাম নির্দিষ্ট বৃত্তে
বাধ্য হইয়া

(৩৬)

না হয় চুম্বন করি প্রিয়তম শত্রুদের মুখ
না হয় নির্লিপ্ত রই অন্ধকার কিম্বা জ্যোৎস্নালোকে
আমার মুক্তির লগ্ন জানি আসে ধীর পদক্ষেপে····

কাঞ্চন কাঞ্চনমালা—ধূ ধূ মনে পড়ে প্রিয় সুখ
সোহাগ স্মৃতিতে মুখ ঈশ্বরতা এই নিরালোকে
প্রতীক্ষা পাষাণে আমি শ্যাওলার অথবা কীটের
অন্ধকারে নাচাবো স্মৃতিটুক ॥

২৫. ৬. ৬৩

পুণর্বার : প্রথমাকে

এমন সুন্দর ব্যধি যন্ত্রণার দিলে বিধি শরীরে আমার !

জীবন—যদ্যপি জানি উপমেয় বৃন্তচ্যুত সফেন কুসুম
আমি আর জাগবো না। মধ্য-রাতে আমি আর জাগবো না ঘুম
চোখের কপাট খুলে আমি আর তাকাবো না দেখবো না আর
কোন মেঘে কোন দাবী আকাশের শুনবো না—ইচ্ছার সবলে
স্বচ্ছিদ্র প্রণয়-পাত্র আকাঙ্খার ঠোঁটে তুলে, ব্যথা পুণর্বার :
শিয়রে মোমের মতো বিনিঃশেষে গলে যাক তৃষ্ণার অনলে
কী হবে নিষ্ফল দ্বীপে, ভেসে যাই ভাঁটিস্রোতে অথই অতলে

এমন সুন্দর মৃত্যু দিলে বিধি চমৎকার বড় চমৎকার
বিবিধ ফুলের গন্ধে আবরিত ঘুণ-ধরা শরীর আমার
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় জ্বলে কত দূর যাবো একা দগ্ধ অন্ধকার !
ঘোলা ঘোলা যন্ত্রণায় নদী সব আবর্তিত বিদেশ যাত্রার :

রক্তিম সন্ধ্যার মেঘ বেদনায় জুইনিয়া রাত্রি হ'য়ে এলো
আমাব প্রেমের দেহ টেলিস্কোপে দেখা পূর্ণ চাঁদ হ'য়ে গেলো ॥

১৩. ৮. ৬৩